দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

স্কুলে মুক্তিযুদ্ধ দলিলপত্রের ২৩১৭ কপি ক্রয়ে অচলাবস্থা

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশের ২ হাজার ৩১৭ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ক্রয়ে এক বছরেরও অধিক সময় ধরে চলছে অচলাবস্থা। তিন মন্ত্রণালয় তথা শিক্ষা, তথ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা, পারস্পরিক বিরোধে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। রায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলোচিত এই প্রকল্পের তিন কোটি ৪৭ লাখ

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ

টাকা ব্যবহার না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। একদিকে আইনী লড়াই চলছে; অন্যদিকে আগামী জুনে শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রকল্পের মেয়াদ।

জানা যায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসান

(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

স্কুলে মুক্তিযুদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রকাশ হয়েছে। কেবল তৃতীয় খণ্ডে স্বাধীনতার ঘোষণা অংশে কাটাছেঁড়াই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৫ খণ্ডের দলিলপত্রের দাম নির্ধারণ করেছে ২৫০০ টাকা। আর বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা হাক্কানী পাবলিশার্স একই বইয়ের দাম নির্ধারণ করেছে ১৫ হাজার টাকা। সরকারী উদ্যোগে দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণ প্রক্রিয়া চলাকালে হাক্কানী পাবলিশার্স তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ১৫ খণ্ডের দলিল প্রকাশ করে। এই দলিল ক্রয়ের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন (সরকারী ও বেসরকারী) প্রকল্পকে পরামর্শ দেয়। সেই অনুযায়ী প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১৫ খণ্ডের ২৩১৭ সেট ক্রয়ের জন্য তিন কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করে। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় হৈ চৈ, সাবেক তথ্যমন্ত্রী সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি।

প্রশ্ন ওঠে, সরকারী প্রকল্পের জন্য সরকারী টাকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল আড়াই হাজার টাকার বদলে ১৫ হাজার টাকায় কেনা হবে কেন? এর জবাব আসে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায় থেকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়, এত বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থার বই কেনা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত যেদিন জানানো হয় তার তিনদিন পরই হাক্কানী পাবলিশার্সের বই সরবরাহের কথা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হয় হাক্কানী কর্তৃপক্ষ। হাইকোর্ট বই কেনার সমুদয় সাড়ে নয় কোটি টাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে আইনী লড়াই করে ছয় কোটি টাকা ছাড় করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ২৩১৭ সেট কেনা বাবদ সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যবহার না করার নির্দেশ দেয় আদালত।

এদিকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ছয় কোটি টাকার বই ক্রয় করেছে, যার বেশিরভাগই নিম্নমানের। এসব বই ক্রয়ে প্রচুর অনিয়ম হয়েছে। কিন্তু বাকি সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যবহার করতে পারছে না প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। আগামী জুন মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রকল্পের মেয়াদ। এদিকে রহস্যজনকভাবে মাত্র দেড় মাস আগে প্রকল্প পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেনকে ওএসডি করা হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ওএসডি করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, কাজ অব্যাহত রাখার জন্য। যে কারণে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আদেশ দেয়ার দু'সপ্তাহ পরও দায়িত্ব পালন করছেন ড. দেলোয়ার।

এ ব্যাপারে ড. দেলোয়ার বলেন, সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের আদেশ-নির্দেশ তিনি মেনে চলছেন। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা সম্পর্কে বলেছেন, বিষয়টি বিচারাধীন।